যুগান্তর

তারিখ 24 NOV 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

স্কুলে ভর্তির লড়াই শুরু

মুশতাক আহমদ

বছর ঘুরে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের 'ভর্তি-মৌসুম' আবার এলো। আর তাইতো রাজধানীসহ দেশের প্রধান শহরগুলোর ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা রীতিমত 'যুদ্ধে' নেমে পড়েছেন। শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি তাদের বাবা-মায়ের ঘুমও হারাম হয়ে গেছে। প্রিয় সন্তানকে পছন্দের স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে শিশুদের দিনরাত পড়ালেখায় মনোনিবেশ করে রাখা হচ্ছে। বাবা-মায়ের নিজস্ব যত্নের পাশাপাশি প্রাইভেট টিউটর এবং কোচিং সেন্টারগুলোতে শিক্ষার্থীদের দৌড়ঝাঁপ চলছে। খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, পছন্দের স্কুলে

শেষ : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

- ফরম নিতে দীর্ঘ লাইনে রাত জেগে অভিভাবকদের অপেক্ষা
- প্রথম শ্রেণীতে লটারি, দ্বিতীয় থেকে অষ্টমে পরীক্ষা, জেএসসির ফলে নবম শ্রেণীতে ভর্তি

শুরু : ভর্তির লড়াই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর যতটা না, তার চেয়ে বেশি দুশ্চিন্তা বাবা-মায়ের। তবে এই দুশ্চিন্তায় কিছুটা হলেও স্বস্তি এনে দিয়েছে কেজি বা প্রথম শ্রেণীর ভর্তিতে লটারি আর নবম শ্রেণীতে জিপিএ'র মাধ্যমে ভর্তির পদ্ধতি প্রবর্তন। পাশাপাশি এবার দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১০০ নম্বরের পরিবর্তে ৫০ নম্বরের সিদ্ধান্তটিও অভিভাবক-শিক্ষার্থীদের অনেকটা স্বস্তি নিয়ে এসেছে। কিন্তু তৃতীয় থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সেই পরীক্ষার মাধ্যমেই আসন দখল করতে হয়।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর (মাউশি) সূত্র জানায়, রাজধানীতে ২৪টি সরকারি স্কুল, তিন শতাধিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রায় পাঁচশ' মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং তিন শতাধিক ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল ও সহস্রাধিক কিন্ডারগার্টেনসহ দু'সহস্রাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে। এসব স্কুলে প্রতি বছর দু'লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী ভর্তি হয়। ভর্তিচ্ছুদের প্রায় ৯০ ভাগ অর্থাৎ ১ লাখ ৮০ হাজারই তাদের পছন্দের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারে না। রাজধানীতে সহস্রাধিক স্কুল থাকলেও দক্ষ শিক্ষক ও আধুনিক পাঠদান পদ্ধতিসহ ৫০টির মতো প্রতিষ্ঠান মানসম্মত। আর সেগুলোর দিকেই শিক্ষার্থী-অভিভাবকদের নজর থাকে বেশি। বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী সীমিতসংখ্যক আসন দখলের জন্য তাই রীতিমত যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। কঠোরতম পরীক্ষার পর সর্বসাকুল্যে ২০-২২ হাজার শিক্ষার্থী এসব প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারে।

আর এই সংকটের কারণেই সন্তানকে পছন্দের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করাতে অভিভাবকের চেষ্টার ত্রুটি থাকে না। এজন্য শিশু শিক্ষার্থীর পেছনে চার-পাঁচজন পর্যন্ত প্রাইভেট টিউটর লাগিয়ে দেন অভিভাবকরা। অনেকে সন্তানকে কোচিং পর্যন্ত করান। একাধিক কোচিংয়ে পাঠানোর ঘটনাও ঘটছে অহরহ। বাবা-মায়ের নিজস্ব 'বিশেষ যত্ন' তো রয়েছেই।

এর বাইরে শিশুদের ভর্তি নিয়ে অভিভাবকদের আরেক ঝক্কির দিক হল ফরম সংগ্রহ। ইতিমধ্যে রাজধানীর ভিকারুননিসা ও মতিঝিল আইডিয়ালে ফরম বিতরণ করা হয়েছে। সেখানে অভিভাবকরা অনেক কষ্টে ফরম সংগ্রহ করে। এমনকি অনেককে রাতে গিয়ে স্কুল গেটে অপেক্ষা করতে দেখা যায়। একই অবস্থা ঘটেছে চট্টগ্রামেও। শহরের সেন্ট মেরিস স্কুল গেটে টানা ২৪ ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে সন্তানদের জন্য স্কুলে ভর্তির ফরম পাওয়ার ঘটনা ঘটে শুক্রবার। ফরম পেয়ে অবশ্য অভিভাবকরা ভুলে গেছেন নির্ঘুম রাতের সব কষ্ট। প্রতিক্রিয়ায় তারা বলছেন, নির্ঘুম রাত পাড়ি দিয়ে শেষে কাঙ্ক্ষিত ভর্তি ফরম হাতে পাওয়ার পর সব কষ্টই ভুলে গেছেন। এখন সন্তানদের স্কুলের ভর্তিযুদ্ধে উত্তীর্ণ করতে প্রাণান্ত চেষ্টা করছেন।

রাজধানীর স্কুলগুলোর মধ্যে সাধারণত ২৪টি সরকারি স্কুল, ভিকারুননিসা, মতিঝিল আইডিয়াল, মতিঝিল মডেল, মনিপুর, উদয়ন, অগ্রণী গার্লস, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল, মনিপুর এক্সে হাইস্কুল, ক্যামব্রিয়ানসহ বিভিন্ন স্কুল অভিভাবকদের পছন্দের শীর্ষে থাকে। আর তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে সরকারি স্কুলের ভর্তি প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করতে এবারও সর্বোচ্চ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। রাজধানীর সরকারি স্কুলের ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হবে ১ ডিসেম্বর। চলবে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত। ভিকারুননিসায় ভর্তি ফরম বিক্রি চলছে। মতিঝিল আইডিয়াল ও উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়ে ফরম বিতরণ শেষ হয়েছে। তারা এখন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির সিদ্ধান্ত নিয়েছে গত বছরের মতোই লটারিতে। এরমধ্যে উদয়নে আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকার পর্ব শেষে আজ লটারি হচ্ছে।

সরকারি স্কুলের খবর : সারাদেশে মোট সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ৩১৭টি। এরমধ্যে ঢাকার বাইরে ২৯২টিসহ অন্যান্য বেসরকারি স্কুলেও ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। যদিও রাজধানীর ২৪টি সরকারি স্কুলের একই নীতিমালায় ঢাকার বাইরের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে, তবে ডিসিদের নেতৃত্বে গঠিত ভর্তি কমিটি নীতিমালার আলোকে তাদের সুবিধামতো সময়ে ভর্তি কার্যক্রম শেষ করতে পারবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক নোমান-উর রশীদ বলেন, ঢাকা মহানগরী এলাকায় শিক্ষার্থী ভর্তিসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় তদারকির জন্য মাউশি মহাপরিচালকের নেতৃত্বে ১৩ সদস্যের কমিটি করা হবে বলেও জানান তিনি। জানা গেছে, ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় বাংলা, ইংরেজি ও গণিত বিষয় থাকবে। এরমধ্যে গণিত ৪০ নম্বরের। বাকি দুটি ৩০ নম্বর করে। সব স্কুলেই সব শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে না। এক্ষেত্রে আসন থাকার বিষয়টি বিবেচনায় থাকবে। কোন স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে আবার কোন স্কুলে তৃতীয় বা ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি করা হবে শিক্ষার্থী। তবে ২৪টির মধ্যে মাত্র ১৩টি স্কুলে প্রথম শ্রেণী রয়েছে।

একটি ক্যাটাগরির বিদ্যালয় থেকে একজন শিক্ষার্থী একটি ফরম কিনতে পারবে। তবে তিন ক্যাটাগরির বিদ্যালয় থেকে একজন শিক্ষার্থী সর্বোচ্চ তিনটি ফরম কিনতে পারবে। এবার ভর্তি পরীক্ষার আবেদন ফরমের দাম নির্ধারণ করা হয়েছে একশ' টাকা। আর সেশন ফিসহ ভর্তি ফি সাতশ' টাকার বেশি নেয়া যাবে না বলে নীতিমালায় বলা হয়েছে।

'ক' ক্যাটাগরির আটটি বিদ্যালয়ে আগামী ১৪ ডিসেম্বর ভর্তি পরীক্ষা হবে। 'খ' ক্যাটাগরির বিদ্যালয়ে ১৫ ডিসেম্বর এবং 'গ' ক্যাটাগরির বিদ্যালয়ে ১৭ ডিসেম্বর ভর্তি পরীক্ষা হবে। আগামী ৩০ ডিসেম্বর ভর্তি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে। এর আগে অবশ্য প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির লটারির ড্র হবে ২৭ ডিসেম্বর। ওই দিনই ফল ঘোষণা করা হবে।

জানা গেছে, ষষ্ঠ শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে মোট আসনের ১০ শতাংশ কোটা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে থেকে পাস করা শিক্ষার্থীদের জন্য রাখতে হবে। মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তানদের জন্য পাঁচ শতাংশ এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য দুই শতাংশ কোটা থাকবে।

বেসরকারি স্কুল : রাজধানীর বেসরকারি স্কুলের মধ্যে পছন্দের শীর্ষে থাকা স্কুলগুলোর একটি ভিকারুননিসা নূন। ইতিমধ্যে স্কুলটিতে ১৪ নভেম্বর থেকে ১৮ ফরম বিক্রি করা হয়। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য মোট আবেদন জমা পড়েছে ১৩ হাজার ২০০টি। নিউ বেইলি রোডের মূল শাখাসহ চারটি শাখায় বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির আসন এক হাজার ৪৪০টি। সে হিসেবে প্রতি আসনের বিপরীতে ভর্তিচ্ছু ৯ জন। ভর্তি ফরমের দাম এবার তারা ২০০ টাকা রাখে। যদিও আধা-এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠান হিসেবে তারা দেড়শ'র বেশি রাখতে পারে না। স্কুলের অধ্যক্ষ মঞ্জুয়ারা বেগম বলেন, প্রথম শ্রেণীতে এ বছরও ভর্তির প্রার্থী বাছাই করা হবে লটারির মাধ্যমে। লটারি অনুষ্ঠানের তারিখ পরবর্তী সময়ে স্কুলের সব শাখায় নোটিশ বোর্ডের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে। তবে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট www.vnscbd.net-এর মাধ্যমে জানা যাবে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে ১৯ নভেম্বর। মাঝখানে তিনদিনের বিরতিসহ ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত এই কার্যক্রম চলবে। ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত ফরম জমা দেয়া যাবে। ফরমের দাম তারাও ২শ' টাকা করে রাখছে, যদিও এটা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিমালাবিরোধী। জানা গেছে, এবারও তারা প্রথম শ্রেণীতে লটারির মাধ্যমে শিক্ষার্থী ভর্তি করবে। আগামী ১৭, ১৮ ও ১৯ ডিসেম্বর মূল ক্যাম্পাসে হবে এই লটারি। প্রথম দিন বনশ্রী শাখার বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন, দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিন মূল ক্যাম্পাসের সাধারণ ও সব কোটা এবং মুগদা শাখার লটারি হবে। আগামী ২৯ ডিসেম্বর আবার নবম শ্রেণীর ফরম বিক্রি হবে। চলবে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। জেএসসি পরীক্ষার ফলের জন্য এই অপেক্ষা বলে জানা গেছে।

এদিকে ঢাকার বাইরে বিভিন্ন বেসরকারি স্কুলে ফরম বিতরণ শুরু হয়েছে। চট্টগ্রামের জামাল খান রোডের ঐতিহ্যবাহী সেন্ট মেরিস স্কুলের কেজি ওয়ানে ভর্তি ফরম বিতরণ শুরু হয় শুক্রবার। এরআগে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের ভালো স্কুলে ভর্তি করাতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই ফরমের জন্য লাইনে দাঁড়ান। এখানে শিক্ষার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ৩০ নভেম্বর ও ১ ডিসেম্বর নেয়া হবে। মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের লিখিত পরীক্ষা আগামী ১৪ ডিসেম্বর দুপুরে নেয়া হবে। অন্য বছরের মতো এবারও এ স্কুলে প্রতি শ্রেণীতে ৬০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হবে বলে জানা গেছে।